আলফিক্‌হুল ইসলামী ও মাযহাব বিষয়ক এক তথ্যবহুল গ্রন্থ

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আল কাউছারী র. রচিত

اللامذهبية قنطرة اللادينية

# বা

# “মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ”

(একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা)


**মনিরুল ইসলাম**

দাওরায়ে হাদীস, জামি‘উল উলূম, তেজগাঁও, ঢাকা

তাখাস্‌সুস ফীল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা,

মারকাযুদ দা’ওয়াহ্ আলইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা

**গ্রন্থস্বত্ব** : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**মুদ্রণে** : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯

**অনলাইন পরিবেশক:** rokomari.com - wafilife.com

**Web** : darunnazatkitabbivag.com

**শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** দারুননাজাত সেবা ফাউন্ডেশন
(গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্প)

: উলুমুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ফেসবুক গ্রুপ (যে কোনো ধর্মীয় সমস্যা বা মাসআলার সমাধান),

: muslimdm.com

: উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

: দারুননাজাত নৈশ মাদরাসা (জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য নূরানী কায়দা থেকে বুখারী শরীফ পর্যন্ত, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সাত বছরে দাওরা কোর্স)।

**Youtube** : DMKB Official

---

মূল্য: ৯০০ টাকা

---

[সততার পথে দক্ষতার সাথে]

Page in actual: 480, Forma: 30 , gms: 70 (offset)

**Majhab tager shesh porinoti Islam tag**

By : Monirul Islam

Published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh

E-mail : info.siddikia2024@gmail.com

## উৎসর্গ

যিনি রাহে নবুওয়্যাতের নূরে মুনাওয়ার হয়ে কামালাতে বেলায়াতের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন, যার ইলমী কামালাত ছিলো আরশে আযীম হতে মদদপুষ্ট। ইলহামী ও ইনকেশাফী ইল্‌ম যার ওপর বর্ষিত হত অঝোর ধারায়, যার তাজদীদিয়্যাতের নূর ছড়িয়ে পড়েছিলো আরব-আজম, আফগান সীমান্ত অঞ্চলসহ সমগ্র ভারতের আনাচে-কানাচে। ইরাদাতের মুনতাহায় পৌঁছে বালাকোটের জিহাদের ময়দানে যিনি আপন শিরকে করেছিলেন "ফানা", সে মুজাদ্দিদ, আমীরুল মুমিনীন

**শহীদ সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী র.**

এর রূহ মুবারকে নাচীজের তরফ থেকে এ ক্ষুদ্র হাদীয়া।

**أرجو القبول عند الله وما توفيقي إلا بالله**

**هو الله المستعان على ما تصفون.**

# সৌজন্য বাণী

الحمد لله الذى هدانا سبيل الرشاد و علمنا الكلام المُفاد و انتخب لنا أئمة المَهاد الذين ألفوا الفقه للإنسان المراد والصلوة والسلام على نبيه المُرام الذى أشار إلى هذا المذهب المقام بحديث معاذ بن جبل المكرم وعلى أله و أصحابه الذين نشؤوا في اقتداء القوم المعظم و على الأئمة المجتهدين الذين صبروا على نهاية الألم و يصل من بهيئهم إلى أقصى المَلام. أما بعد

২০১২ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকের কথা। যিয়ারত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমরা ১১ জন মিরপুর ১২ নং-এ অবস্থিত মাদরাসা দারুর রাশাদের পশ্চিম পার্শ্বে আহ্‌লে হাদীস মতাদর্শের প্রতিষ্ঠান "দারুস্ সুন্নাহ্" পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে অত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুন্ নূর সাহেবের সাথে প্রায় দেড়-দুই ঘন্টা ধরে আলোচনা করলাম ।

আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব আব্দুন্ নূর সাহেব এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাটিতে একটি সরল রেখা আঁকলেন এবং তার উভয় পার্শ্বে আরও অনেকগুলো বক্ররেখা আঁকলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে সরল রেখাটি দেখিয়ে বললেন, এটি হলো হেদায়াতের পথ, আর বাকি বক্র রেখাগুলো গোমরাহীর পথ; যে সকল রাস্তায় মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়।

তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে আমাকে বললেন,"আমরা আছি এ সরল রেখায়"। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমরা কি গোমরাহ? তিনি বললেন, আমি বলব না আপনি বুঝে নিন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ,আপনি কি মাযহাব সম্পর্কে তাকী উসমানী দা.বা. লিখিত 'মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন?' বইটি পড়েছেন? বা কোনো মাযহাবী আলিমের সাথে কথা বলেছেন? তিনি বললেন, তার হাতে বইটি পৌঁছেনি এবং কারো কাছে যাননি। তখন আমি তাকে বললাম, মাযহাবের অনুসারী হয়েও যেভাবে আমি আপনাদের নিকট এসেছি, তেমনি আপনাদেরও মাযহাবের অনুসারী আলিমদের নিকট যাওয়া প্রয়োজন। মোট কথা সেখানে তার সাথে আমাদের অনেক কথা হয়েছে এবং আমাদেরকে খুব সমাদর করলেন, কিন্তু তার মাযহাব বিরোধিতার কারণে আমার মনে দুঃখ রয়ে গেলো।

মাযহাববিরোধী প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক দেখে মনে হলো এ ভাইদেরকে সহীহ বুঝ দেওয়ার জন্য একটি তথ্য নির্ভর বই যদি প্রকাশ পেত! জাতিকে এ বিভ্রান্তি থেকে রেহাই দিয়ে সাহাবী, তাবে'ঈ ও মুজতাহিদগণের মাঝে প্রচলিত সুন্নাতের অভিমুখী করা যেত! এমন চিন্তা-ভাবনার সময়ে আমার শিক্ষকতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় মুহ্তারাম বদরুল আমীন দা.বা. একদিন বললেন, মাওলানা মনিরুল ইসলাম সাহেব শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর قنطرة الادينية الامذهبية প্রবন্ধের অনুবাদ করছেন। এটি হলো শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম অনূদিত কর্ম।

এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললাম তিনি যদি আমাকে এ কাজে একটু খেদমত করার সুযোগ দিতেন! পরবর্তীতে লেখক মহোদয়ের সাথে কথা বললে তিনি আমাকে এ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, লেখক মনিরুল ইসলাম হিদায়াহ থেকে মিশকাত জামাত পর্যন্ত জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগে অধ্যয়ন করেন। জামাতে দাওরা পড়েন জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ ঢাকায় (নতুন মালিবাগ)। ইল্ম অন্বেষণে তীব্র আগ্রহী এ তালিবে ইল্ম গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দা'ওয়াহ্ আলইসলামিয়ায় ফিক্হ নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

**এ বইয়ের নাম** কি হবে, তা নিয়ে আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। অনেকে মনে করতে পারেন, যারা মাযহাব মানে না তাদের আমরা অমুসলিম হিসেবে জানি, এটি হবে একটি চরম ভুল ধারণা। তারপরও আমরা এমন অনুবাদ করার মূল কারণ হলো হোসাইন বাটালবীর অভিজ্ঞতাপূর্ণ স্বীকারোক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং কেউ যেন লা-মাযহাবী হওয়ার মতো দুঃসাহস না করে।

প্রিয় পাঠক! একটি সুন্দর স্বপ্ন ও আশা নিয়ে আমরা এ বই প্রকাশ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বান্দারা যেন সাহাবা ও সালাফের পথের যথাযথ পথিক ও কুরআন সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ ধারক-বাহক হতে পারেন, এ জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রিয় পাঠক! এ বইয়ের কোথাও যদি বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।

সত্যান্বেষী পাঠক! আপনি বা অন্য কেউ যদি মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা ভিডিও সংরক্ষণ করে প্রশাসনিক নিরাপত্তায় শান্তিপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (ইনশাআল্লাহ্)!

বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ দেশে যতবারই লা-মাযহাবী ভাইদেরকে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, অধিকাংশ বারই তারা তাশরীফ আনেননি। এমনকি দলীলে স্বাক্ষর নিয়ে পত্রিকায়ও ঘোষনা দেওয়া হয়েছে তারপরও আলোচনার মজলিসে আসার সুযোগ তাদের হয়নি।

একবার আমাকে একজন মুরব্বী গবেষক ডেকে বললেন, আলোচনায় বসার কথা তুমি লিখে দিলে, তাহলে তোমার হুযুরদেরকে নিয়ে আমার সাথে বসো। আমি বললাম হযরত! মানার মতো দলীল আপনাকে দেখালে মানবেনতো? তাহলে আপনি আমাকে লিখে দিন যে, দলীল পেলে আমাদের কথা মেনে নেবেন। তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর? বের হও। তখন আমি বিনয়ের সাথে বলেছিলাম হযরত! আপনার সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। আপনাকে ইতিপূর্বে ইবনে তাইমিয়ার ফাত্ওয়া থেকে কালেমায়ে তায়্যিবার দলীল দেখালেও আপনি না মেনে ওঠে এসেছেন। অতএব লিখে না দিলে কে বিশ্বাস করবে আপনার ওয়াদা?

কিছু নাম যেগুলোকে কখনই ভুলব না, ভুলা সম্ভব হবে না; যাদের জাযা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই দিতে পারেন, তাঁরা আমার পরম স্নেহের এস. এম. নাজমুস সাকিব, সিরাজুস সালেহীন, সাজ্জাদুর রহমান, জান্নাতুন না'ঈম, যুবাইরুল হক মাহদী, যাইদ আল হাসান, যুবায়ের জুয়েল, বাহাউদ্দীন রিফাত, ইমামুদ্দীন দানিয়াল, আসাদুজ্জামান, আব্দুল বাছেত, হিফযুর রহমান, আব্দুল আহাদ এবং প্রিয় তারেক বিন ত্বহা ও আলী হোসাইন।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অশ্রুসিক্ত আকুতি, হে আল্লাহ্! আমার সকল তালিবে ইল্ম বিশেষ করে এ কজন একান্ত অনুগত, ইঙ্গিতেই প্রভাবিত, পরিশ্রমে অক্লান্ত, সকল শিক্ষকের প্রিয়ভাজন মানুষগুলোকে এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন, আপনার রহ্মতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। যারা 'আমীন' বলবে, আল্লাহ্! তাদেরকেও।

এ খেদমতকে পূর্ণতা দানে আরো সহায়তা করেন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমার জীবনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, ব্যস্ততাই যার অবসর, উসতাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ শেখ দা.বা. (প্রধান মুহাদ্দিস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা)। আমার প্রিয় সাদীক, প্রত্যুৎপন্নমতী, কবি নুরুল আমীন আমজাদী দা.বা. এবং সুচতুর সাহিত্যিক মাওলানা মাকসুদুল হক মা.যি.আ. এ বইয়ের প্রুফ দেখতে তাঁদের ব্যস্ততাময় মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন।

আমাদের অজান্তে কোথাও কোনো ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে মেহেরবানী করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তি সংস্করণে শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে দয়াবান মাওলার কাছে আমাদের কামনা, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ সামান্য খেদমতটুকু জাতির হেদায়াতের জন্য কবুল করুন। আমীন!
মুহাম্মাদ ফরিদ, খাদিম, **হিফাযাতুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত ফাউন্ডেশন**

শাহ্ ওলিউল্লাহী চেতনায় উজ্জীবিত, বিশিষ্ট লেখক ও
গবেষক, যুগোপযোগী তা'লীম ও তারবিয়াতী মুরব্বী,
উস্তাযুল আসাতিযা, সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার
স্বনামধন্য মুহ্তামিম, জনাব হযরত মাওলানা
আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্
দামাত বারাকাতুহুম এর

# মুখবন্ধ

(আলফিক্হুল ইসলামীর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা)

**ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, আলফিক্হুল ইসলামী ও আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :**

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

**আলকুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা :**
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রেরিত নবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে। তিনি হলেন শেষ নবী ও রাসূল। রিসালাতের সমাপ্তির কারণে তাঁর ওপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আলকুরআনই সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যেমন আর কোনো নবী রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না, তেমনি আর কোনো কিতাবও ওহীর মাধ্যমে নাযিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এ আলকুরআনই হলো শেষ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আলকুরআন নাযিলের পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।[১].

১. সূরা মাইদা-৩

কিন্তু পুরো আলকুরআন পড়ে সকল বিষয়ের সমাধান সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গেলো না। তবে একটি নির্দেশনা পাওয়া গেলো। আর তা হলো আলকুরআনেই আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন : أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ "তোমরা আল্লাহ্র ইতা'আত করো, আর ইতা'আত করো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর"।

কুরআন মাজীদে আরো বলে দেওয়া হয়েছে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحى "তিনি নিজ চাহিদামত কোনো কথা বলেন না, এতো আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী"।[২] আর এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, আমল ও স্বীকৃতি আলকুরআনের পরিপূর্ণ জীবন বিধানের সাথে সংযুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় সহায়ক হলো।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ পাক আলকুরআনে শুধুমাত্র أقيموا الصلوة 'নামায আদায় করো' বলেছেন। কিন্তু সালাত বা নামায আদায়ের ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেননি। এ বিস্তারিত পদ্ধতি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন। দ্বীনের একটি অংশ 'নামায', যা প্রধান ইবাদত। তা পরিপূর্ণ হলো আলকুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ দ্বারা।

**আহ্লে কুরআন নামে একটি বাতিল ফিরকার উৎপত্তি :**

ইবলিস শয়তান তার মিশন চালিয়ে যাচ্ছে সে মানব সৃষ্টির শুরু থেকে। অনেক বিষয়ে সে শুরুতেই সফল হলেও 'হাদীস বা সুন্নাহ্' এর ব্যাপারে পরিপূর্ণ সফল হতে পারলো না। আখেরী নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়ায় আগমনের পরে শত শত বৎসর পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ হাদীসে নববী ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনে ইলাহীর অন্যতম অংশ হিসেবেই জেনে আসছিলো। হঠাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজ খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আমলে মুসলিম উম্মাহ্ শুনতে পেলো যুগের পরিবর্তনে নতুন লিবাসে গর্দভের স্বরে ইবলিসের চিৎকার। 'হাদীস নয় আলকুরআনই হলো দ্বীনে ইলাহীর একমাত্র উৎস।

২. সূরা নাজম ৩-৪

**কুরআন হাদীসের বাইরেও সমাধান থাকতে পারে :**

আলকুরআন তো সুস্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, তোমাদের দ্বীনকে আজ পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। আর এ পরিপূর্ণতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ও সুন্নাহ্কে আলকুরআনের ব্যাখ্যা ও দ্বীনে ইলাহীর অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু এতেও যদি উদ্ভূত সমস্যা বা প্রশ্নের উত্তর না মিলে তখন দ্বীনে ইলাহী ইসলামের পূর্ণতার দাবী টিকবে কিভাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ পাক আলকুরআনে যা বলে দিলেন, তার দ্বারা মুসলিম জাতির সামনে উন্মুক্ত হলো জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। পূর্বের আসমানী কিতাবধারী মিথ্যা দাবীদার ইয়াহুদী-খ্রিস্টান জাতিসহ বিশ্বের সকল ধর্মের পণ্ডিতরা দেখতে পেলো জ্ঞান গবেষণায় মুসলিম জাতির গৌরবময় এক অধ্যায়। আর তা হলো "ফিক্হে ইসলামী"।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম আলকুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَلْيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

"আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে (যুদ্ধ) বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাঁদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা লাভ করে এবং স্বজাতিকে যেন সতর্ক করে, যখন তাঁরা তাঁদের কওমের নিকট ফিরে আসবে; যাতে তারা (কওমের লোকেরা) সতর্ক হতে পারে।"[৩]

এ আয়াতে আল্লাহ্পাক মুমিনদের একটি দলকে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করতে বলেছেন। শুধু দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে তা'আল্লুম (تعلم) বলা হয়। এখানে একথা বলা হয়নি যে, ليتعلموا في الدين 'যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করতে পারে' বরং বলা হয়েছে ليتفقهوا فى الدين "যেন দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা হাসিল করতে পারে।"

ফিক্হ অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। صيغة مجرد এর باب تفعل থেকে তাফাক্কুহ্ (تفقه) এর অর্থ হয় দ্বীনি ইলমে গভীর প্রজ্ঞা ও দক্ষতা অর্জন করা। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় পরিশ্রম ও সাধনার। সে মতে বাক্যের মর্মার্থ হয়, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীনি বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা ও দক্ষতা হাসিল করা। আর তাই দেখতে পাই,

---

৩. সূরা তাওবা-১২২

দ্বীনি ইল্‌ম ও আলিমের ফযীলত বর্ণনার পাশাপাশি ফিক্‌হ ও ফকীহ্‌ এর খাস ফযীলত বলে দেওয়া হয়েছে।

সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ " আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যান চান, তাঁকে দ্বীনের ফিক্‌হ দান করেন।" আরো দেখতে পাই, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা. এর খেদমতে খুশী হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছিলেন اللهم فقهه فى الدين "হে আল্লাহ্‌! তাঁকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করুন"। এখানে فقهه তথা ফিক্‌হের ইল্‌ম দান করুন বলে ফকীহ্‌ বানানোর জন্য দু'আ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা.কে আল্লাহ্‌পাক 'তাফাক্কুহ্‌ ফীদ্‌ দ্বীন' এর এমন ইল্‌ম দান করেছিলেন যে, তিনি একজন অতি উঁচু মাপের মুজতাহিদ ও রয়ীসুল মুফাস্‌সিরীন হতে পেরেছিলেন।

**নবউদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ফিক্‌হে ইসলামীর নিয়ম :**

একটি বিষয় পরিষ্কার যে, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান যদি সুস্পষ্টভাবে 'কুরআন মাজীদে বা হাদীস শরীফে থাকে তাহলে তার জন্য কষ্ট-পরিশ্রম করে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করে তার উত্তর বা সমাধান প্রদানের প্রয়োজন হয় না, হয় না সে সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার। আর সে বিষয়টির সুস্পষ্ট উত্তর যদি কুরআন ও হাদীসে না থাকে, তখন প্রয়োজন হয় কুরআন বা হাদীস শরীফে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্টভাবে, ইঙ্গিতে বা গুপ্তভাবে কোনো সমাধান আছে কিনা, অথবা এর কোনো নযীর আছে কিনা, যার হুকুমের সাদৃশ্যের ভিত্তির সাথে মিলিয়ে নব উদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর ঐ একই হুকুমে দেওয়া যায়।

ঠিক এরূপ সমস্যা সমাধানের এ পন্থা আল্লাহ্‌পাক কুরআন মাজীদে বলে দিলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَامَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِيْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَاخِرِ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের; আর তোমাদের মধ্যে যারা উলীল আমর তাদেরও। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সমীপেই পেশ করো, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনে থাক।"[৪]

৪. সূরা নিসা-৫৯

উক্ত আয়াতের দুটি অংশ মুফাস্সিরগণের নিকট বেশি আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আয়াতের প্রথম অংশ উলীল আমরের ব্যাখ্যায় একদল সাহাবী ও তাবে'ঈ মুজতাহিদ ফকীহ্কে বুঝিয়েছেন।

আর উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ "যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে তোমরা তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপে পেশ করো" এর দ্বারা এ কথাই জানা গেলো যে, বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সমাধান কুরআন হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

যদি স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে বিরোধ সৃষ্টি করা মুমিনের কাজ হতে পারে না। যেহেতু কুরআন সুন্নায় স্পষ্ট সমাধান উল্লেখ না থাকায় মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে পুনরায় সে বিরোধপূর্ণ বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ্র সামনে পেশ করার অর্থই হলো, নিশ্চয় গুপ্তভাবে হলেও তাতে সমাধান উল্লেখিত রয়েছে বলে প্রমাণিত হওয়া। কুরআন ও সুন্নাহ্ (ইজমা'ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এর অন্তর্নিহিত এ হুকুম তালাশ করার নামই হলো ইজতিহাদ বা কিয়াস।

তাইতো তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে, فإن تنازعتم فى شيئ فردوه اعلم أن قوله إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة অর্থাৎ সূরা নিসার ৫৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে পেশ করো"- আয়াতের এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় নিশ্চয় কিয়াস শরীয়তের দলীল।

তাফসীরে আবুস স'উদ, বাইযাবী, রুহুল মা'আনী, রুহুল বায়ান, আহ্মাদী, মুনীর, নিসাপুরী, জামাল, মাআলিম ও খাযেনসহ প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'কিয়াস' এর মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

ঠিক একইভাবে সূরা নিসার-৮৩ নং আয়াতে নব উদ্ভাবিত বিরোধপূর্ণ বিষয়টি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলীল আমরের সামনে পেশ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা উভয়ে ইস্তিম্বাত করতে দক্ষ।

**استنباط:** কূপ খনন করে মাটির গভীর থেকে পানি বের করাকে ইস্তিম্বাত (استنباط) বলা হয়। এখানে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী শক্তিকে ইস্তিম্বাত বলা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে কিছু বিষয় রয়েছে যা সুস্পষ্ট 'নস' তথা নির্দেশ বা হুকুম। আর কিছু বিষয় এমন আছে যা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা আয়াতসমূহের গভীরে রেখেছেন। সুস্পষ্ট আয়াতের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আয়াতের গভীর অন্তর্নিহিত মর্ম ও হুকুম বের করার জন্য প্রয়োজন হয় গভীর প্রজ্ঞার। এ প্রজ্ঞাবান মহান ব্যক্তিগণই হলেন 'উলূল আমর' তথা মুজতাহিদ সম্প্রদায়।

মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'কিয়াস'কে শরীয়তের দলীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে 'কিয়াস' মান্য করাকে ওয়াজিব বলেছেন। একইভাবে উলূল আমর তথা মুজতাহিদ ফকীহ্গণের তাকলীদ (অনুসরণ) মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব বলে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন।

**আলফিক্হুল ইসলামীর মূল বিষয়সমূহ**

যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূলের আগমন ঘটবে না, তারপরও এ দ্বীনে ইলাহী ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র দ্বীন এবং আলকুরআনকে পরিপূর্ণ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান ও তার সুস্পষ্ট উত্তর বা সমাধান প্রদানের নীতিমালা অবশ্যই তাতে থাকতে হবে। আর এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে অনস্বীকার্য যে, আসমানী কিতাবে তা অবশ্যই রয়েছে।

পূর্ব যামানায় একই সময়ে দুনিয়ায় একাধিক নবীর আগমন ঘটেছে। তেমনি একই কওমে একই সময়ে একাধিক নবীও প্রেরিত হয়েছেন। সময়ের স্বল্প ব্যবধানেও নবী রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু আখেরী নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাহলে এ মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের হেদায়াত, যুগ সমস্যার সমাধান, নব উদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদির কী হবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তরও আলকুরআনে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বলা হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ "আলিমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী" অর্থাৎ নবী ও রাসূলের আগমনের ধারা চিরতরে বন্ধ হওয়ায় এ সময়ে তাঁদের স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবেন আলিমগণ।

আর সাধারণ মানুষ যারা আলিম নন তাদেরকে মহান রব্বুল আলামীন নির্দেশ দিলেন فَسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ "যে বিষয়ে তোমরা জান না, সে বিষয়ে কুরআনে বিজ্ঞগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।" উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর তুমি আলকুরআনে পাচ্ছ না বলেই তোমার এ জিজ্ঞাসা, বা এ বিষয়ে সুন্নাহ্ থেকেও তুমি এর উত্তর বের করতে পারছ না বলেই তুমি উদ্বিগ্ন, তাতে কী হয়েছে? কুরআন ও সুন্নাহ্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমার প্রশ্নের উত্তর ঠিকই পেয়ে যাবেন। আর তাতে তুমিও আশ্বস্ত হবে।

**ফকীহ্ আলিমদের জন্য সুন্দর সাবলীল নীতিমালা**

১. ইজমা' (إجماع) আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন : وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. "আর যারা সকল মুমিনদের (দ্বীনি পথের) বিপরীত দিকে চলবে, আমি তাদেরকে (দুনিয়ায় তারা) যা কিছু পছন্দ করে তা করতে দিব, আর আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর জাহান্নাম হলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"[৫]

এ আয়াতে মুমিনদের পথ বলতে নিশ্চয় শরীয়ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুসলমান সমষ্টি বা সাধারণ আলিমদের বোঝাবে না। বরং সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন হয়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা ও উলামায়ে রব্বানীর পথই বোঝাবে। আর তাঁদের পথের অর্থই হলো, যে বিষয়ে তাঁরা ঐক্যমত হয়েছেন সে পথে চলা। আর ঐ ঐক্যমতের বাইরে চলার অর্থ হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এ ঐক্যমতকেই বলা হয় 'ইজমা'। এ আয়াতের তাফসীরে (কাবীর, খাযেন, নিসাপুরীতে) বলা হয়েছে, إن الشافعى رح سئل عن أية فى كتاب الله تدل على الإجماع حجة, فقرأ القرآن ثلاثمأة مرة حتى وجد هذه الأية. ইমাম শাফে'ঈ র.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, ইজমা'র দলীল সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনশত বার কুরআন পাঠ করে উক্ত আয়াত পেয়েছিলেন।

প্রায় সকল মুফাস্সির এ আয়াত দ্বারা ইজমা'কে কুরআন ও হাদীসের মতো শরীয়তের আরো একটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একই সাথে বলে দিয়েছেন والأية تدل على حرمة مخالفة الإجماع "উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা

৫. সূরা নিসা-১১৫

যায়, ইজমা'র খিলাফ করা হারাম"।[৬] তাফসীরে আহ্‌মাদী, কাবীর, খাযেন, নিসাপুরী, মাদারেক, ইবনে কাসীর প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থেও একই কথা বলা হয়েছে।

**হাদীস শরীফে এ নীতির সমর্থন**

ক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ইজমা' সম্পর্কে উক্তি : ইজমা' তথা ঐক্যমতকে মেনে চলতে এবং এর বিরোধিতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, إن الله لايجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شَذ شَذّ في النار. "আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না এবং জামা'আতের ওপর আল্লাহ্‌র হাত (সাহায্য) রয়েছে। আর যে বা যারা এর থেকে পৃথক হয়ে যাবে, সে বা তারা পৃথক হয়ে জাহান্নামে যাবে"। ইজমা' মেনে চলার পক্ষে এরূপ প্রচুর হাদীস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

খ. কোথাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুকাহা ও আবিদগণের মতানুযায়ী চলতে বলেছেন। যেমন :

হযরত আলী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সামনে যদি এরূপ কোনো বিষয় আসে যা করার নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা (কুরআন ও সুন্নাহে) পাওয়া যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولاتمضوا فيه رأي خاصة. "এ ব্যাপারে তোমরা ফুকাহা ও আবিদগণের পরামর্শ গ্রহণ করো। আর এর বিপরীতে কোনো পৃথক ব্যক্তির মতকে গ্রহণ করো না।"[৭]

গ. কোথাও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরে ইজতিহাদের কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয রা.কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে বলেছিলেন,

৬. বাইযাবী

৭. তবারানী আলআওসাত

بم تقضي يا معاذ فقال بكتاب الله, قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد برئيي فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى به رسوله.

"হে মু'আয! তুমি কিসের সাহায্যে (মামলা মুকাদ্দামা) ফায়সালা করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাহায্যে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তাতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (অর্থাৎ আপনার) সুন্নাহ্‌র সাহায্যে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারো প্রশ্ন করলেন, তাতেও যদি না পাও? তখন তিনি উত্তর দিলেন, তা হলে (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে) ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতে চেষ্টা করব। তাঁর উত্তর শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি (মু'আয) কে এমন সিদ্ধান্তে আসার তাওফীক দিয়েছেন যাতে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হন।"[৮]

এ হাদীসে ইজতিহাদের কথা বলা হয়েছে। আর 'কিয়াস' হলো ইজতিহাদের প্রধান পন্থা। এ পন্থার অনুমতি ব্যতীত ইজতিহাদের অনুমতি নিরর্থক। কারণ খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কিয়াস করেছেন।

## ইজতিহাদের ফযীলত

খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজতাহিদদের ইজতিহাদের ফযীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. "যখন কোনো হাকিম ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেয় এবং উক্ত ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর যখন হাকিম ইজতিহাদ করলেন কিন্তু তা সঠিক হলো না, তারপরেও তাঁর জন্য রয়েছে একটি নেকী। [৯].

## খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ফিক্‌হে ইসলামী

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ উম্মতকে দিয়েছেন। সুনানে দারেমীতে হযরত মাইমূন রা. হতে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, হযরত আবূ বকর রা. এর নিকট মাসআলা এলে তিনি প্রথমে কুরআন দেখতেন। তাতে না পেলে সুন্নাহ্‌ দেখতেন।

---

৮. আহ্‌মাদ

৯. বুখারী শরীফ-২/১০৯২

তাতেও না পেলে সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোনো ফায়সালা জানা আছে কিনা জানতে চাইতেন। তাঁদের নিকট না পেলে নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে পরামর্শ করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বিষয়টির ফায়সালা করতেন।[১০]. হযরত ওমর রা.ও এমনটিই করতেন। তহাবী শরীফে হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার রা. বর্ণিত এক হাদীসে এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

## ফিক্‌হে ইসলামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : তাকলীদ

মানবজাতির মধ্যে দু'টি ধারা সর্বদাই রয়ে গেছে। এক. নবী, দুই. উম্মাত। একইভাবে, এক. বিজ্ঞ, দুই. অজ্ঞ। এক. আলিম, দুই. গাইরে আলিম। তেমনি, এক. ফকীহ্ আলিম, দুই. সাধারণ আলিম। একইভাবে, এক. মুজতাহিদ, দুই. গাইরে মুজতাহিদ। এটি হলো আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

আবার বিভিন্ন 'ফন' তথা বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ থাকেন। যিনি ডাক্তার, তিনি ইঞ্জিনিয়ার নন। সকল রাসূল নবী বটে কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। সকল ফকীহ্-মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস বটে, কিন্তু সকল মুহাদ্দিস মুজতাহিদ-ফকীহ্ নন।

## সৃষ্টির একটি সার্বজনিন কানূন

আল্লাহ্পাক মানুষের মধ্যে যে মেধা দিয়েছেন তা এভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে, কেউ জানেন, আবার কেউ জানেন না। দ্বীন সম্পর্কে যারা জানে না, তাদেরকে বলা হয়েছে আলকুরআনের কানূন সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। ইরশাদ হলো : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "যদি তোমরা না জান, তাহলে আহ্লে যিক্‌র (জ্ঞানীগণ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করো।"[১২].

'আহলুয্ যিক্‌র' অর্থ যেমন আলকুরআনের বিজ্ঞ আলিম, তেমনি ব্যাপক অর্থে কুরআন-সুন্নাহ্তে পারদর্শী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কেও বোঝায়। আল্লাহ্পাক দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে নবী-ওলীগণের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলেন : أُولَئِكَ الَّذِيْنَ

১০. দারেমী-৫৮

১১. তহাবী ১/৩৬

১২ সূরা নাহ্ল-৪৩,সূরা আম্বিয়া-৭

هُدَى اللهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ "এরাই হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং তোমরা এদের ইকতিদা করো।"[১৩]

## তাকলীদের মর্মার্থ

তাকলীদ বলতে বোঝায়, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্ তথা শরীয়তের ইলমে অভিজ্ঞ তাঁর ওপর সু-ধারণায়, দলীল চাওয়া ব্যতীত তাঁর কথামত তাঁর অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ করা। যিনি জানেন না তিনি, যিনি জানেন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন এটিই কানূনে ইলাহী। ডাক্তারের কাছে রোগী যায়, ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দেয়। রোগী তা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব ঔষধ এর কার্যকারিতা, ফর্মুলা কী? তা রোগী জিজ্ঞাসা করে না। এটিই কানূনে ইলাহী। তাই দেখতে পাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরেও সাহাবায়ে কিরামের একটি বড় অংশ, বিজ্ঞ ফকীহ্-মুজতাহিদ সাহাবীগণের ফাত্ওয়া দলীল চাওয়া ব্যতীরেকে মেনে নিয়ে আমল করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. মক্কায় ফাত্ওয়া দিতেন। অন্যরা দলীল চাওয়া ব্যতীত তাঁর তাকলীদ করতেন। একইভাবে মদীনার মুফতী সাহাবী ছিলেন হযরত যাইদ বিন সাবিত রা., কূফায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা.। সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের এলাকার মুফতী সাহাবীদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করতেন। তাকলীদ হলো ইসলামের সৌন্দর্য্য। এটি মানুষকে সুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। যেখানে তাকলীদ নেই, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু হয়ে যায়। তাকলীদের এ ধারা সাহাবা, তাবে'ঈন, তাবে-তাবে'ঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হয়ে সকল যুগে চলে আসছে।

শরীয়তের ফায়সালা হলো, যাদের শরীয়তের আহ্কাম ও তার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তাদের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব। গাইরে মুজতাহিদরা মুজতাহিদের তাকলীদ করবে এটিই শরীয়তের অপরিহার্য বিধান। একইভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদও শরীয়ত সম্মত।

## মাযহাবের অর্থ ও মর্ম

মাযহাব অর্থ চলার পথ। এখানে মাযহাব অর্থ দ্বীন তথা ধর্ম নয়। প্রচলিত অর্থে মুজতাহিদগণের স্ব-স্ব ইজতিহাদী ফাত্ওয়া সংকলন ও তার ভিত্তিতে দ্বীন ও

---

১৩ সূরা আন'আম-৯০

শরীয়ত পালন করার পথ বুঝায়। এ অর্থে মক্কা শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফাত্ওয়া হলো তাঁর মাযহাব।

একইভাবে মদীনায় হযরত যাইদ বিন সাবিত রা. এর ফাত্ওয়া অন্যরা তাকলীদ করতেন। তাঁর এ ফাত্ওয়া হলো তাঁর মাযহাব। কূফায় ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা.। সেখানে তাঁর মাযহাব চালু ছিলো। যদিও সে সময়ে মাযহাব পরিভাষাটি চালু ছিলো না; কিন্তু এর মর্ম ছিলো পুরোপুরি বিদ্যমান।

ইসতিলাহ্ বা পরিভাষা সকল ধর্ম ও সকল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উসূলুল হাদীসে এরূপ অগণিত পরিভাষা রয়েছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের যুগে ছিলো না। ফিক্হের যে সকল পরিভাষা রয়েছে, তারও সিংহভাগ সে সময় অনুপস্থিত ছিলো। 'মাযহাব'ও তদ্রুপ একটি পরিভাষা। এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অর্থই হলো পুরো দ্বীনের মূলে কুঠারাঘাত করা।

### চার মাযহাবের সীমাবদ্ধতা

ফকীহ্ সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ফুরূ'ঈ বিষয়ে ইখতিলাফ ছিলো। কিন্তু একে অপরকে নিন্দা করতেন না। এরই ভিত্তিতে তাবে'ঈগণের মধ্যে ফুরূ'ঈ ইখতিলাফ হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় বহু মুজতাহিদের। তারাও কেউ কাউকে নিন্দা করতেন না।

উল্লেখিত সকল মুজতাহিদের সংকলিত ফিক্হের বিলুপ্তি ঘটে। বাকী রয়ে যায় চার মুজতাহিদের সংকলিত ফিক্হ ও তাঁদের উসূল। এ চার মুজতাহিদ তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর নামানুসারে তাঁদের স্ব-স্ব ফিক্হী মাযহাবের নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, শাফে'ঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব হিসেবে।

### ফিক্হে হানাফীর উৎপত্তি ও বিস্তার

ইমাম আযম আবূ হানীফা র.কে বলা হয় ফিক্হের জনক। হাজার হাজার সাহাবী ও অগণিত ফকীহ্ সাহাবীর পদভারে গড়ে ওঠা ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. এর মতো জলীলুল কদর ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীর ফিক্হী ইলমে ধন্য 'কূফা' নগরীতে, একদল 'ফকীহ্' এর সমন্বয়ে গঠিত পরিষদের তত্ত্বাবধানে, ইমাম আযম আবূ হানীফা র. ফিক্হ ও তার মূলনীতি দাঁড় করিয়ে, আগত ও সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের উত্তর ও সমাধানের মূলনীতি (উসূল) প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই নামানুসারে এর নাম হয় "ফিক্হে হানাফী"। এ পরিষদের মাধ্যমে তিনি ছিয়ানব্বই হাজার ফাত্ওয়া প্রদান করেন। হানাফী মাযহাব যেমন তত্ত্ব ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তেমনি বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ কারণেই

মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলমানই এ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়।

**চার মাযহাবের যে কোনো একটির অনুকরণ এবং বিরোধিতার হুকুম**

এ বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য ও সর্বজনমান্য উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং এর বিরোধিতা করা হারাম। যারা বিরোধিতা করবে তারা 'আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আত' হতে খারিজ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো।

**ভারতে ইংরেজ আমলে বিরোধিতার স্বরূপ**

সেই সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানচক্র সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তারা তাদের পলিসি পরিবর্তন করে। তারা মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পলিসি নির্ধারণ করে। তন্মধ্যে প্রধান হলো গুপ্ত হত্যা ও মুসলমানদের কৃষ্টি কালচারে পরিবর্তন আনা এবং নতুন নতুন দল সৃষ্টি করে বিভেদের বীজ বপন করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা। এ কাজে তাদের প্রথম সফলতা খেলাফতে রাশেদার দু'মহান খলীফা হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা.কে শহীদ করতে পারা।

কিন্তু বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা সফলতার চরম পারাকাষ্ঠা দেখাতে পারে প্রায় বারোশত বৎসর পরে ঐ সময়ে, যখন ইংরেজ পরাশক্তির শ্বেত ভল্লুক ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করেছে। তারা ভারতে তাদের দখলদারিত্বের সময় গোলাম আহ্‌মাদ কাদিয়ানীর দ্বারা খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করিয়ে নবী দাবি করায়। সৃষ্টি করে মুসলমানদের মাঝে (একই কুরআনধারী) আরো একজন ভণ্ডনবীর।

একইভাবে তারা সহস্র বছরের মুসলিম কালচার চার মাযহাবের (আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের) অনুসারীদের কাফির-মুশরিক ফাত্‌ওয়া প্রদানের জন্য সৃষ্টি করে আরো একটি দল। কিন্তু জন্মের সময় এদের নামকরণ বারবার পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে মুহাম্মাদী, অতঃপর যখন তারা দেখতে পেলো এ নামের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর চরম মিল, এতে তাদের ওহাবী পরিচয় গুপ্ত থাকছে না; তখন ১৮৮৬ সালে ইংরেজদের কাছে আবেদন করে নিজেদের পরিচয় "আহ্‌লে হাদীস" নামে রেজিস্ট্রেশন করে।

এ দলের গোড়াপত্তন করে মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত-১২৭৫ হিজরী)। সে শহীদে বালাকোট সাইয়িদ আহ্মাদ শহীদ বেরলবী র. এর মিথ্যা খলীফা দাবী করে সর্বপ্রথম লা-মাযহাবিয়্যাতের ভ্রষ্টতা প্রচার শুরু করে। তখন সাইয়িদ আহ্মাদ শহীদ বেরলবী র. এর খলীফা ও মুরীদগণ এদের সম্পর্কে ফাত্ওয়া তলব করে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ওলামায়ে কিরামের কাছে আবেদন করেন। সেখানকার মুফতীগণ এদেরকে গোমরাহ্ বলে ফাত্ওয়া দেন। ১২৪৬ হিজরীতে এ ফাত্ওয়া তাম্বীহুদ্ দল্লীন (تنبيه الضالين)' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

এ পথভ্রষ্ট ফিরকাটির বাতিল মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো :

১. শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস শরীয়তের দলীল (এটিও তাদের চতুরতা, নিজেদের
মতের বাইরে গেলে তারা সহীহ্ হাদীসও অস্বীকার করে।)

২. ইজমা' ও কিয়াস মান্য করা শিরক।

৩. চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা শিরক।

৪. কোনো ব্যক্তি সাহাবী, ইমাম, মুজতাহিদ যাই হোক না কেন, তাদের কথা মান্য করা যাবে না। তাদের মতামত ও ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. মাখলূকের মতো আল্লাহ্ পাকের হাত, পা, চোখ ও মুখ আছে তথা আল্লাহ্কে অবয়বধারী বিশ্বাস করতে হবে।

**বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহ্লে হাদীস :**

শুরু থেকে এরা ওলামায়ে কিরামের প্রতিরোধে এক ঘরে হয়ে যায়। পরবর্তীতে সৌদী আরবে নজদী সালাফীদের ক্ষমতা উত্থান এবং পেট্রো ডলারের জোরে, তারা যখন তাদের মতবাদ বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে প্রচারের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে থাকে, তখন এ লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, তথাকথিত আহ্লে হাদীসদের পালে বাতাস লাগে।

মধ্যপ্রাচ্যের নজদী সালাফীপন্থী দেশসমূহ থেকে মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার নামে আসতে থাকে অজস্র টাকা। আর্থিক শক্তি একটি বড় শক্তি। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা পরিকল্পনা করে মেধা খরিদ করার জন্য এবং তাদের মতবাদ প্রচার প্রোপাগান্ডার জন্য।

বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এরা এদের বিভ্রান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে। মিশরে তাদের অপতৎপরতা দেখে আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের বিশ্ববরেণ্য

ইলমী ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. একটি ছোট রেসালা লিখেন। যার নামই বলে দেয় এ লা-মাযহাবী দলটি কতটা পথভ্রষ্ট। তাঁর সে রেসালাটি হলো قنطرة الامذهبية الادينيه। "অর্থাৎ মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ।"

রেসালাটির বাংলা অনুবাদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন আমার প্রিয় মুফতী মনিরুল ইসলাম। মূল অনুবাদটি পেশ করার পূর্বে তিনি লম্বা একটি ভূমিকাও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ গ্রন্থটির কবুলিয়্যাতের জন্য মুনাজাত করছি, আমীন!

নাচিজ আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্
মুহ্তামিম, আনোয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা
খানকায়ে হামীদিয়া, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা-৭৬০০

## লেখকের আরয

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমার মতো এ ক্ষুদ্র বান্দাকে মাযহাবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কলম ধরার তাওফীক দান করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম জানাই, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের বাগান বানিয়েছেন। আর যারা এ ইলমের নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরকেও।

মূলত মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণ এমন বিষয় যা কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য দেখা যায় সাহাবীদের যামানাতেই ফিক্হী মাযহাব ছিলো এবং মুসলমানরা তার অনুসরণ করত।
ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনি র. তাঁর "কিতাবুল ইলালে" বলেন,

لم يكن في أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহ্বতপ্রাপ্ত সাহাবীগণের মধ্যে তিনজন সাহাবীর মাযহাব অনুসরণ করা হত। তাঁদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া অনুযায়ী রায় প্রদান করা হত এবং তাঁদের (ফিক্হী সমাধানের) তরিকা বা পন্থা অনুসরণ করা হত। উক্ত তিন সাহাবী হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. যাইদ ইবনে সাবিত রা. ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.।[১৪].

সাহাবাযুগের ধারাবাহিকতায় প্রসিদ্ধ চার ইমামের ফিক্হী সংকলনের পর থেকে হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ্ এ ফিক্হী সংকলন অনুসরণ করে আসছে। যার অপর নাম মাযহাব অনুসরণ। যা হোক আলোচ্য অনূদিত কিতাবকে সামনে রেখে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আজ এ মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার সে সকল উস্তাদে মুহ্তারামকে, যাদের পরশে আমি ইলমের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছি। এবং সে সকল বুযুর্গকে যাদের নেক দৃষ্টি ও দু'আর ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইলমের পথে এনেছেন।

---

১৪. আলী ইবনুল মাদীনি, কিতাবুল ইলাল. পৃ. ১০৭

## লেখকের আরয

এ ক্ষুদ্র বইয়ের পাণ্ডুলিপি উস্তাদে মুহ্তারাম জনাব হযরত মাওলানা আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা.কে প্রদান করে একটি মুখবন্ধ লিখে দিতে আরয করলে, তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি মুখবন্ধ লিখে দেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না।

বইটি প্রকাশের কাজে যারা পরামর্শসহ বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম জাযা দান করবেন বলে আশা রাখি। বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মাদ ফরিদ ভাই যার কর্মোদ্দীপনা সর্বজন স্বীকৃত। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র মেহেরবানীতে বইটি দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে।

বন্ধু আলী করীম সিদ্দীকি ও মুস্তফা তারিককেও আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম জাযা দান করুন। এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী। আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

বইটি দ্রুত প্রকাশ করতে গিয়ে নানা ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের খেদমতে আমার আরয থাকবে, আপনারা যদি কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলোকন করেন, তবে তা নসীহত হিসেবে জানিয়ে দিলে কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল কাজের তাওফীকদাতা।

এ ক্ষুদ্র বই দ্বারা যদি মুসলমানদের সামান্য উপকারও হয়, তাহলে আমি নিজেকে স্বার্থক মনে করব। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবূল হওয়ার প্রার্থনা করছি। আমীন!

মনিরুল ইসলাম
০১৭৩৫ ০৩৩ ৮৮০
২৮/১০/২০১২

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মহান রব্বুল আলামীনের কবুলিয়াত ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র তালিবুল ইলমের যৎসামান্য এ প্রচেষ্টাটি পাঠক সমীপে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এটা মহান রব্বুল আলামীনের একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

আমরা সম্মানিত সকল পাঠককে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জানিয়ে দু'আ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁর এ সকল নেক বান্দার ওসীলায় আমাদেরকে কবুল করে নেন।

মাযহাবের এ কিতাবটি ইতোমধ্যে তিনবার ছাপা হয়েছে। অনেকে কিতাবটি নতুন করে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে নতুন আঙ্গিকে কিতাবটি সাজিয়েছি। সাথে সাথে নতুন কিছু আলোচনা এ এডিশনে যুক্ত করে দিয়েছি।

যেমন,

১. আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. লিখিত 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর ভূমিকা। ভারত উপমহাদেশে আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এক ক্ষণজন্মা ইলমী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইলমী জিন্দেগী ও লিখিত কিতাব-পত্রের ওপর স্বতন্ত্রভাবে কাজ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে বাংলা ভাষাতে তাঁর একটি বিস্তারিত জীবনী আসাতো একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দাওরায়ে হাদীসের অনেক তালিবে ইল্‌ম এমনকি অনেক আলেমও তাঁকে চেনেন না। আমরা অনেক জায়গাতে এটি অনুধাবন করেছি। ইলমের এ মহান সাধকের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আমরা সাধারণত তাঁর আরবী ভাষায় লিখিত الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ও উর্দু ভাষায় লিখিত امام ابن ماجه اور علم حديث কিতাব দু'টিই চিনি। উপরোক্ত দু'টি কিতাব ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক কিতাব রয়েছে। আমরা কিছু কিতাবের তালিকা নিম্নে তুলে ধরছি।

**আরবী ভাষার**

ক. ما تمسُّ إليه الحاجة لمن يُطالِع سننَ ابن ماجَهْ. بقطع كبير.

এ কিতাবটি মূলত পূর্বোল্লেখিত الإمام ابن ماجه وكتابه السنن কিতাব।

খ. تعليقات على كتاب (دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب) لملا محمد معين السندي، بقطع صغير في نحو خمس مئة صفحة، كتب عليه مقدمة في ستين صفحة.

গ. تحقيق (ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات) لمحمد عبد اللطيف بن مخدوم هاشم السندي. في مجلدين.

ঘ. مقدمة (كتاب التعليم) لمسعود بن شيبة السندي، وفيه نقدٌ لكتاب الجويني، في نحو ثلاث مئة صفحة.

ঙ. فتح الأعز الأكرم لتخريج "الحزب الأعظم" للشيخ علي القاري.

চ. مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. طُبِع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

**উর্দু ভাষাতে:**

ক. لغات القرآن. في أربعة مجلدات.

খ. شہدائے کربلاء پر افتراء (الافتراء على شهداء كربلاء).

গ. یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں (شخصية يزيد في نظر أهل السُّنة).

এগুলো ছাড়াও তাঁর আরো কিতাব রয়েছে। আল্লাহ্‌র কোনো বান্দা যদি এ কিতাবগুলো সহজে আলিম সমাজের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন, আলিম সমাজ অনেক উপকৃত হতেন।

যাহোক আমরা তাঁর দু'টি ভূমিকা (মুকাদ্দিমা) এ গ্রন্থে অনুবাদ করে দিয়েছি। যা তিনি 'কিতাবুল আছার' ও 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর শুরুতে লিখেছেন। ভূমিকা দুটির প্রতিটি লাইনে অনেক বিষয় জানার রয়েছে। আমার মনে হয় এ ভূমিকা দুটির অনুবাদ পাঠ করে প্রান্তিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ভাইয়েরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে সহীহ্ পদ্ধতিতে সালাফের অনুসরণের তাওফীক দান করুন!

আমরা মনে করি, যারা হানাফী ফিক্‌হ তথা মাযহাবে হানাফীর ওপর বাংলা ভাষাতে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যদি আকাবির হযরতগণের কিতাব-পত্রের সাথে সাথে বিশেষভাবে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. আল্লামা হাবীবুর রহমান আযমী র. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ

র. আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী র. আল্লামা আব্দুর রশীদ নূমানী র. মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. ও মাওলানা আমীন সফদার উকাড়বী র. এর কিতাবগুলো সামনে রাখেন, তাহলে অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্।

এ হযরতগণের গ্রন্থসমূহের আবেদন ও মানহাজ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ হলে, বাংলার মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হবে। যাহোক এ এডিশনে আরো যে বিষয়গুলো এসেছে,

২. ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণে পৃথিবী বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য। এ আলোচনাটি মূলত আমাদের যঈফ হাদীসের ওপর স্বতন্ত্র কিতাব, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. সংকলিত العمل بالحديث الضعيف 'যঈফ হাদীসের হুকুম' এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং এ বিষয়ে 'নাসিরুদ্দীন আলবানীর মুসলিম উম্মাহ্র বিপক্ষে অবস্থান' কিতাবের কিছু অংশ।

৩. আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব : একটি পর্যালোচনা। এ আলোচনাটি জমা করেছে আমার শিশুকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সাথি, নিরব ইল্ম অনুরাগী মাও. মুহসিন উদ্দীন খাঁন হাফিযাহুল্লাহু। আমিও আলোচনাটির ওপর সংযুক্তি ও কাজ করেছি। তাঁর ইচ্ছাতেই আলোচনাটি অত্র কিতাবে দেওয়া হয়েছে।

৪. পূর্বের এডিশনে শুধু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও ইমাম আযম আবূ হানীফা র. এর জীবনী প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিলো। এ মুদ্রণে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাঁদের সাথে সাথে হযরত আলকামা র. হযরত আসওয়াদ র. হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র. হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর জীবনীও আলোচনা করা হয়েছে।

৫. উল্লেখিত আলোচনাগুলো ছাড়াও এ মুদ্রণে আরো অনেক বিষয় গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা সকলের কাছে দু'আ কামনা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন। এবং এটাকে আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর আমার মতো অতি নগণ্য ব্যক্তির ভুল হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। সকলের খেদমতে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মুদ্রণগত কোনো ত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে, মেহেরবানী করে আমাদেরকে জানালে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই প্রতিদান দিবেন। আমরাও কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা

সংশোধন করে নিব। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবূল হওয়ার জন্য মুনাজাত করছি। আমীন!

মনিরুল ইসলাম
২৫/০৪/২০১৫